খেলাধুলার মাধ্যমে কিশোরী মেয়েদের লিঙ্গ ভিত্তিক স্টেরিয়োটাইপ ও লিঙ্গ ভিত্তিক বৈষম্যের প্রতিবাদ জানাতে ক্ষমতায়ন করা

নিউ আলিপুল প্রাজক ডেভলাপমেন্ট সোসাইটি, (প্রাজক), ভারত।

ভারতের পটভূমি

- শিশু নির্যাতন ও হিংসা সকল আর্থসামাজিক গ্রুপে বিদ্যমান এবং মেয়ে ও ছেলে উভয়কেই প্রভাবিত করে। ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ড ব্যুরো (এনসিআরবি) দেখেছে যে ২০১৯ সালে শিশুদের বিরুদ্ধে ১৪৮,১৮৫ টি অপরাধের রিপোর্ট করা হয়েছিল। [1] যার মাঝে ধর্ষণ সহ যৌন অপরাধের হার ছিল ৩৫ শতাংশ।
- পরিযায়ী শিশুরা যৌন নির্যাতন ও পাচারের শিকার হওয়ার উচ্চ ঝুঁকিতে ছিল। বহু বস্তিতে[১৪] শিক্ষা বা কাজের খুব সীমিত সুযোগ নিয়ে বাস করে। মেয়েদের জন্য শিশু বিবাহ খুবই সাধারণ, এবং অনেকেই কখনোই স্কুলে যায় না, বরং তাদের ভিক্ষা করার জন্য বা কাজের জন্য পাঠানো হয়।
- প্রাজকের মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা (প্রজেক্ট অ্যানিমেটর) বিশ্বাস করেন যে প্র-জেক্টের কমিউনিটিগুলোতে প্রতি পাঁচটি পরিবারের তিনটি পরিবারে শিশুদের প্রতি হিংসা ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা দেখা যায়, যার মাঝে রয়েছে শারীরিক থেকে শুরু করে আবেগীয়; শারীরিক শাস্তিকে স্বাভাবিক ব্যাপার মনে করা হয়। প্যানডেমিকের সময়, প্রাজক ১৫ টি যৌন নির্যাতনের ঘটনা দেখেছে। যার ১৪টি ছিল মেয়ে এবং একটি ছেলে।
- মেয়েদের চলাফেরা সীমাবদ্ধ ছিল কারণ তাদের মা-বাবা ভয় পেতেন যে যদি মেয়েরা কোনো পুরুষ বা বয়স্ক মহিলার সঙ্গ ছাড়া বাইরে যায় তাহলে যৌন আক্রমণ হতে পারে। কেবলমাত্র কিছু কিছু ক্ষেত্রে মেয়েদের বাইরে যাওয়ার অনুমতি রয়েছে, যার মাঝে রয়েছে স্কুলে যাওয়া, আত্মীয়দের কাছে বেড়াতে যাওয়া অথবা ঘরের কাজ করা। আত্মীয়দের কাছে বেড়াতে যাওয়ার সময় মেয়েদের সাথে সবসময় এককজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ থাকে। স্কুলে যাওয়ার সময়, পরিবারগুলো মেয়েদের চলাফেরা করতে দেয়, সম্ভব হলে একটি গ্রুপে। ঘরের কাজ করার সময়, মেয়েরা তাদের বাড়ির একদম কাছাকাছি এলাকার বাইরে যায় বটে কিন্তু প্রাপ্তবয়স্করা চোখে চোখে রাখেন। স্বাভাবিক স্কুলের দিনে একটি মেয়ে কতক্ষণ বাইরে থাকতে পারবে সে ব্যাপারেও কঠোর কার্ফিউ রয়েছে।- মেয়েদের জন্য বাইরে কোনো পাবলিক খেলার মাঠে খেলতে যাওয়াটি একটি অস্বাভাবিক বিষয়।

চর্চা: ক্ষমতায়নের জন্য কাবাডি

এটি হচ্ছে কিশোরী মেয়েদের সাথে এবং তাদের জন্য প্রাজকের ফ্ল্যাগশিপ প্রোগ্রাম এবং কোভিড-১৯ এর আগে শুরু হয়েছিল। ভারতে কাবাডি হচ্ছে একটি জনপ্রিয় দলগত খেলা। এটি দলগত ঐক্য, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং একত্রে কাজ করা শেখায় এবং এটি খেলতে খুব বেশি উপাদানের প্রয়োজন হয় না, খুব অল্প স্থান,প্রশিক্ষণ বা উপকরণের পয়োজন হয়, এবং যে কারণে এটি দরিদ্র কমিউনিটিগুলোর কাছে এটি সহজ ও সাধ্যের মাঝে। কাবাডি সাধারণত ছেলেদের খেলা হিসেবে দেখা হয় কিন্তু প্রাজকের প্রচেষ্টায় দেখা গেছে যে মেয়েরাও একটি খেলতে পারে। এটি খুব গভীরে থাকা জেন্ডার স্টেরিয়োটাইপ লিঙ্গ ভূমিকা নিয়ে স্বাস্থ্যকর আলোচনা উন্মুক্ত করেছে।

১৪ https://ncrb.gov.in/sites/default/files/CII%202019%20Volume%201.pdf

কাবাডিকে অংশগ্রহণের একটি 'হুক' হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং এটি মেয়েদের একসাথে কাজ করার একটি মাধ্যম প্রদান করে, যেন তারা শিক্ষা ও অন্যান্য পরিষেবা যা তারা পেতে পারে সে ব্যাপারে শিখতে পারে, এবং তারা যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হয় সেগুলোর ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসের সাথে কথা বলতে পারে। মেয়েদের উৎসাহিত করা হয় অ্যানিমেটরদের পরিচালিত সাপ্তাহিক পাঠচক্রে অংশগ্রহণ করার। এখানে তারা লিঙ্গ প্রথা এবং লিঙ্গ ভিত্তিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক চর্চা, লিঙ্গ ভিত্তিক কলঙ্ক, বৈষম্য ও হিংসা, পিতৃতন্ত্র এবং পরিবারের গঠন,কৈশোরে সম্মুখীন হওয়া সমস্যাগুলো, বিবাহ ও মাতৃত্বের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো, এবং লিঙ্গ সমতা ও কীভাবে তে অর্জন করা যায় সেসব ব্যাপারে আলোচনা করে। কাবাডি খেলার সময় মেয়েদের অভিজ্ঞতা এবং তাদের পরিবার ও কমিউনিটিতে অভিজ্ঞতাগুলো এই ধারণাগুলোর সাথে সংযুক্ত।

যেসব মেয়েরা অংশগ্রহণ করেছে তাদের বয়স ১২ থেকে ১৮ এবং তারা অনিরাপদ মাইগ্রেশন এবং ক্ষতিকর সামাজিক চর্চা দ্বারা প্রভাবিত। প্রোগ্রামটি মা-বাবার সাথেও কাজ করে যেন মেয়েদের পরিবারগুলো বুঝতে পারে যে তারা তাদের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা উচিত।

চর্চাগুলো কীভাবে বাস্তবায়ন করা হয়েছিল

প্রোগ্রামটি ভিত্তি হচ্ছে ছয়টি পর্যায়ের প্রশিক্ষণ যার প্রতিটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে যা একটি যুক্তিসংগত ধারা অনুসরণ করে। প্রাজকের অ্যানিমেটরসরা মেয়েদের কোচিং করান। মাঝে মাঝে প্রশিক্ষণে কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের কোচরা অংশগ্রহণ করেন কিন্তু তারা কেবল দক্ষতা ও শক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে কাজ করেন।

পর্যায় ১ - বিশ্বাস সৃষ্টি করা

কার্যকর দলগত পারফরমেন্সের জন্য মেয়েদের একটি নিরাপদ পরিবেশে পারস্পরিক বিশ্বাস সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে। দলটি স্থান, তাদের খেলার সাথি ও কোচদের জানার সুযোগ পায় এবং তাদের কোচেরা গ্রুপ তৈরি হওয়ার ডায়নামিকের উপর কাজ করেন। বিশ্বাস সৃষ্টি হওয়ার পাশাপাশি, দলটি একটি সম্মিলিত দৃষ্টি সৃষ্টি করতে শুরু করে, যেটিতে থাকে পরিষ্কার নিয়ম ও প্রথা। প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর মনে হয় যে তারা একটি দলের অংশ এবং তারা সম্মানিত ও উৎসাহিত বোধ করে। যদিও এগুলো খেলার সাথে সম্পৃক্ত, তবু মেয়েরা শেখে কীভাবে তাদের চ্যালেঞ্জগুলো প্রকাশ করতে হয় এবং নিজেদের জন্য কীভাবে উঠে দাড়াতে হয়, যা তাদের নিজেদের সুরক্ষিত করতে আরো সক্ষম করে।

পর্যায় ২ - সহযোগিতা

কোচ কাজ করেন মেয়েদের একটি দল হিসেবে একত্রে কাজ করার জন্য জড়িত করতে। তারা দল হিসেবে আরো সংযুক্ত বোধ করতে শুরু করে, যা তাদের নিজেদের মাঝে একটি দৃঢ় বন্ধন স্থাপন করতে দেয় ও দল হিসেবে কর্যকরভাবে পারফর্ম করতে দেয়।

পর্যায় ৩ - যোগাযোগ

কোচ দলটিকে যোগাযোগের ও সক্রিয়ভাবে শোনার দক্ষতা অর্জন করতে সহযোগিতা করেন। তারা যোগাযোগের ইতিবাচক মাধ্যম বেছে নিতে শুরু করে, এবং যোগাযোগের সময় সমতা সম্পর্কে শেখে, যা তাদের প্রাকৃতিকভাবে যথাযথ মৌখিক ও আচরণগত যোগাযোগের ধরণ বেছে নিতে সক্ষম করে। তারা বুঝতে পারে যে নিজেদের ও তাদের সাথীদের রক্ষা করার মূলে রয়েছে যোগাযোগ। সাহায্য চাইতে পারা, বিপর্যয় যোগাযোগ করতে পারা এবং অন্যদের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করতে পারাটা হচ্ছে হিংসা বন্ধ করা ও সংঘটনকারীদের বিচারের আওতায় আনার দিকে প্রথম পদক্ষেপ।

পর্যায় ৪ - আবেগ নিয়ন্ত্রণ করা

মেয়েরা তাদের আবেগ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ করতে শেখে। আবেগীয় বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে তারা তাদের নিজেদের ও অন্যান্য মানুষদের অনুভূতি বুঝতে পারে এবং সামাজিক সম্পর্কগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। নিরাপদ ও আত্মবিশ্বাসী বোধ করার মাঝে রয়েছে অনিরাপদ বোধ করার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করা, একজনের নিজের পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়া এবং হতাশা নিয়ে কাজ করা। এটি মেয়েদের চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া জানাতে সাহায্য করে, বিশেষত নিজেদের সুরক্ষার বিষয়ে, যখন তারা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে থাকে, এবং নির্যাতন প্রত্যক্ষ করে।

পর্যায় ৫ - সৃজনশীল ও ক্রিটিকাল চিন্তা

দলগুলোকে সৃজনশীল চিন্তা করতে পারার দক্ষতা গড়ে তুলতে উৎসাহিত করা হয়, যা সংঘর্ষ ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করার জন্য অপরিহার্য। ক্রিটিকাল পরিস্থিতিতে, একজন মানুষের দ্রুত ও জেনে বুঝে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারা উচিত।

সৃজনশীল চিন্তা মেয়েদের সাম্ভাব্য চ্যালেঞ্জিং ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি চিহ্নিত ও মোকাবেলায় সাহায্য করে; এটি সংঘাত নিরসনে, সমস্যা সমাধানে ও স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক স্থাপনের জন্যও অপরিহার্য।

পর্যায় ৬ - দায়িত্ব গ্রহণ
শারীরিক ব্যায়াম ও দলের সদস্যদের মাঝে কাজ ভাগ করে নেওয়ার মাধ্যমে দায়িত্ব সম্পর্কে শেখা হয়। এটি মেয়েদের ভেতর থেকে মোটিভেশন গড়তে এবং নিজেদের জীবনের ব্যাপারে দায়িত্ব নেওয়ার সক্ষমতা গড়তে এবং তাদের যোগাযোগের দক্ষতা গড়তে শেখায়।

কোভিড -১৯ এর আলোকে চর্যাটি কীভাবে পরিচালনা করা হয়েছিল

মার্চ ২০২০ থেকে অক্টোবর ২০২০ পর্যন্ত কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে সকল কাবাডি কর্মকান্ড বিরত রাখা হয়েছিল। অ্যানিমেটররা মেয়েদের ও তাদের কমিউনিটির সাথে ফোন কল ও অন্যান্য ভার্চুয়াল মাধ্যমে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখেছিলেন। প্রাজক পরিবারগুলোকে খাবারের রেশন ও স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছনতার কিট প্রদান করেছিল। যখন অক্টোবর ২০২০ এ চর্যাটি আবার শুরু হয়েছিল, তখন চর্যা ও ম্যাচের সময় সকল কোভিড-১৯ বিধি মেনে চলা হয়েছিল।

প্রভাব

- প্রোগ্রামটিতে অংশগ্রহণ করেছে পরিযায়ী কমিউনিটি এমন ২,০০০ এর অধিক শিশু ও ৬০ টি পরিবার থেকে জানানো হয়েছে যে মেয়েদের উপর হিংসা কমেছে অথবা কোনো হিংসার ঘটনা ঘটেনি। প্রোগ্রামটি কোভিড-১৯ এর আগে শুরু হয়েছিল, এবং এটি কোভিড-১৯ এর সময় ফল পায় যেখানে শিশুদের উপর পারিবারিক নির্যাতনের রিপোর্ট হ্রাস পেয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বাবা ও ভাই মারধর করা ও মৌখিক নির্যাতন করা বন্ধ হয়েছিল। কোভিড-১৯ প্যানডেমিকের সময় যেন আক্রমণ/যৌন নির্যাতনের মোট ১৫ টি ঘটনার রিপোর্ট করা হয়েছিল: ১৪টি মেয়ে ও একটি ছেলে।
- মেয়েরা এখন একথা জেনে আরো আত্মবিশ্বাসী যে তাদের একটি শক্তিশালী সহযোগিতার ব্যবস্থা রয়েছে। বহু ক্ষেত্রে, সংঘটনকারীরা স্বীকার করেছে যে মা ও মেয়েদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষত যখন তারা বুঝতে পেরেছে যে কালেকটিভে তাদের সদস্য হওয়া ও সহযোগিতা নেটওয়ার্কে তাদের অ্যাক্সেস তাদেরকে শক্তিশালী করেছে।
- মেয়েরা জীবন সংক্রান্ত দক্ষতা ও আলোচনা করার দক্ষতার উন্নতির কথা জানিয়েছে এবং বলেছিল যে তারা পরিবারে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করতে পেরেছিল। মেয়েরা সপ্তাহে তিনবার মুক্তভাবে তাদের প্র্যাকটিস সেশনে অংশগ্রহণ করার জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পেরেছিল। তারা বার্ষিক কাবাডি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্যও কাজ করেছে যা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হয়, যদিও কোভিড-১৯ বিধিনিষেধের কারণে স্বাভাবিকের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কমসংক্ষক মেয়ে ও মা-বাবা অংশগ্রহণ করতে পেরেছিল। খেলার সময় ট্রাউ-জার ও টি-শার্ট পরতে পারাটা মেয়েদের জন্য বেশ একটি অর্জন ছিল, বিশেষত তাদের জন্য যারা মুসলিম কমিউনিটি থেকে এসেছে যেহেতু এটি সাধারণত একটি কলঙ্ক। প্র্যাকটিসের জন্য ঘর থেকে বের হওয়া ও ট্রাউজার ও টি-শার্ট পরার জন্য মেয়েদেরতাদের পরিবারগুলোকে রাজি করাতে হয়েছে এবং তারা কমিউনিটির চাপ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল।
- বহু বাবা ও পরিবারের পুরুষ সদস্যরা স্বীকার করেছে যে মেয়েদের মাঝে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরিবারের সমস্যাগুলোতে তাদের মূল্যবান উপ-দেশের স্বীকৃতি দিয়েছেন। এর ফলে তাদের পরিবারের কাছে মেয়েদের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে যার ফলে পুরুষদের অন্যথায় ভীতিপ্রদর্শনমূলক আচরণ মৃদু হয়েছে।
- পরিবারে হিংসা হ্রাস বা অনুপস্থিত হওয়ার জন্য গড়ে চার থেকে পাঁচ মাস সময় লেগেছে।

চর্চাটি কেন কার্যকর ছিল

- লিঙ্গ, পিতৃতন্ত্র, মানসিক স্বাস্থ্য এবং জীবন সংক্রান্ত দক্ষতার ব্যাপারে নিয়মিত আলোচনার জন্য মেয়ে ও ছেলেদের উভয়কে নিয়ে পাঠ চক্র একটি স্থান প্রদান করেছিল। এই অধিবেশনগুলোর সাথে কমিউনিটি ইভেন্ট ও সচেতনতা ক্যাম্পে-ইনের আয়োজন করা হয়েছিল লিঙ্গ ভিত্তিক হিংসা এবং শোষণ এর উপর যার মাঝে রয়েছে শিশু নির্যাতন, বাল্য বিবাহ ও শিশু পাচার। তাদের পরিবারের মাঝে ছেলে ও মেয়েরা লিঙ্গ প্রথা ও স্টেরিয়োটাইপকে চ্যালেঞ্জ জানাতে, পরিবারের ও কমিউনিটির সদস্যদের আচরণের মাঝে পরিবর্তনের জন্য আলোচনা

করতে এবং যখন লিঙ্গ ভিত্তিক অধিকার ক্ষুন্ন হয় তখন সে ব্যাপারে আওয়াজ তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

- কাবাডি যেহেতু একটি ঐতিহ্যগত, পুরুষ-প্রধান খেলা, এটিতে অংশগ্রহণ করা মেয়েদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, জেন্ডার স্টেরিয়োটাইপকে চ্যালেঞ্জ করা এবং কীভাবে তাদের অধিকারের কথা তুলে ধরতেত হবে এসব ব্যাপারে একটি কার্য-কর উপায় ছিল।

- প্রোগ্রামটি মেয়েদের তাদের পরিবারের, সাথীদের সাথে একটি আলোচনা শুরু করতে এবং এরপর কালেকটিভ হিসেবে কমিউনিটিতে সচেতনতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রচার ও সংবেদনশীল প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ ও প্রাজকের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করতে সাহায্য করে যখন অধিকার ক্ষুন্ন হওয়া ও লিঙ্গ-ভিত্তিতক বৈষম্য ও হিংসার ঘটনা ঘটে।

- পাঠচক্রে প্রায়ই নির্যাতন ও হিংসার ঘটনা উঠে আসে। অ্যানিমেটর মেয়েদের সাথে এ বিষয়ে আরো আলোচনা করেন এটি দেখার জন্য যে প্রাজকের কাছ থেকে মেয়েরা কোনো সহযোগিতা চায় কি না। যদি সে চায় তাহলে অ্যানিমেটর তার সাথে হয় গভীরভাবে আলোচনা করেন বা তাকে একজন কাউন্সেলরের কাছে রেফার করেন।যদি মেয়েটি তার পরিবার বা কমিউনিটির এমন কোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সাথে কথা বলার জন্য প্রস্তুত থাকে যিনি সংঘটকারী/নির্যা-তনকারী নন তাহলে অ্যানিমেটর/কাউন্সেলর সেই ব্যক্তিটিকে প্রক্রিয়াটিতে যুক্ত করেন এবং একসাথে বের করেন যে এই সমস্যাটি সমাধান কীভাবে করতে হবে। কোনো পূর্ব-নির্ধারিত সমাধান নেই এবং অগ্রাধিকার হচ্ছে নিশ্চিত করা যে, যে মেয়েটি একটি ঘটনার কথা জানিয়েছে সে যেন এর ফলে আর না ভোগে।

- রিস্টোরেটিভ জাস্টিসের নীতি মাথায় রেখে পাঠ চক্র পরিচালিত হয়। মাঝে মাঝে, পাঠচক্রগুলোকে উৎসাহিত করা হয় মেয়েটি, তার সবচাইতে কাছের কেয়ারগিভার যিনি সংঘটনকারী/নির্যাতনকারী নন, অপরাধী, অপরাধীর আত্মীয়-স্বজন এবং কমিউনিটির সদস্যদের নিয়ে আয়োজন করতে এটি নিশ্চিত করার জন্য যেন এমন একটি সমাধানে আসা যায় যা মেয়েটির অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুন্ন না করে।

কেস স্টাডি: কাবাডির মাধ্যমে নারীদের প্রতি হিংসা বন্ধ করা

একটি মেয়ে বাসায় হিংসার কথা জানিয়েছিল্প্রা জকের অ্যানিমেটর তার মায়ের সাথে একটি আলোচনা ও বিশ্বাস স্থাপনের চর্যা শুরু করেছিলেন। কয়েক সপ্তাহে মেয়েটির মা অ্যানিমেটরের কাছে তার স্বামী কর্তৃক বহু হিংসার ঘটনার কথা বলেছিলেন।

অ্যানিমেটর গল্প বলেছিলেন যে একই ধরণের পরিস্থিতিতে অন্যরা কীভাবে পারিবারিক হিংসার বিষয়টি সামাল দিয়েছে। এটি মানসিকভাবে মেয়েটির মাকে শক্তিশালী করতে সহযোগিতা করেছে। তারা আরো আলোচনা করেছে মেয়েটি পাঠচক্র থেকে শারীরিক নির্যাতন কীভাবে অধিকার লংঘন করে সে ব্যাপারে কী শিখেছে।

মেয়েটি খুব দ্রুতই তার বাবা তার মাকে মারা শুরু করলে প্রতিবাদ করা শুরু করে এবং তার মা তাকে সমর্থন করে। যখন তার বাবা তাকি শারীরিক হিংসার হুমকি দিয়েছিলেন তখন সে বলেছিল সে চিৎকার করবে এবং প্রতিবেশীদের বলবে যে তিনি তার মায়ের সাথে করছিলেন। তার বাবা বলেছিলেন যে সে যদি তা করার সাহস করে তাহলে তিনি তাকেও মারবেন। কিন্তু, এরপর থেকে, হিংসা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল এবং মা ও মেয়ে যে কোনো প্রকার হিংসার বিরুদ্ধে একত্রে দাড়িয়েছিল। মেয়েটি বলে যে লিঙ্গ অধিবেশনগুলোতে অংশগ্রহণ তাকে হিংসার বিরুদ্ধে দাড়াতে শিখিয়েছে এবং কালেকটিভে তার সদস্যপদ এবং তার সাথে ব্যক্তিগত আত্মবিশ্বাস যা সে লাভ করেচে কাবাডির মাধ্যমে তা তাকে হিংসার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে এবং নিজের জন্য লড়াই করার আত্মবিশ্বাস যোগাতে সাহায্য করেছে।